দৈনিক ইনকিলাব

4

তারিখ OCT. 04 1999
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি এখন কতিপয় কর্মচারীর ব্যবসা ক্ষেত্র

বরিশাল ব্যুরো ঃ বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত বরিশালের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'টিটিসি'টি এখন নানা অব্যবস্থার শিকার। অনিয়মই ঐ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অনেকটাই বহিরাগতদের দখলে। এমনকি বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ নিয়ে ১৯৮০ সালে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়, সেখানকার আবাসিক এলাকায় এখন বহিরাগতদেরই প্রাধান্য। প্রায় দশটি ট্রেডে ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষাদানের জন্যই বরিশাল বিভাগের একমাত্র এ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানে নানা বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা বাসা বেঁধেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির চারতলা ছাত্রাবাস ভবনে '৯৩ সালের ১ জানুয়ারী থেকে নবগঠিত বিভাগীয় সদরের বেশ কয়েকটি অফিস স্থাপন করা হয়েছিল সাময়িকভাবে। কিন্তু তারপর প্রায় সাত বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। সে সাময়িক ব্যবস্থার অবসান হয়নি। আবাসন সঙ্কটে ছাত্ররা বাইরে থাকছে অধিক অর্থ ব্যয়ে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির রেস্ট হাউজটিকেও সাময়িকভাবে অতিরিক্ত ডিআইজি'র বাসভবন করা হয়। কিন্তু গত সাত বছরে সেটি পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি'র বাসভবন হয়েছে। কোন সরকারী সংস্থাই তাদের অফিস ও বাসভবনের জন্য এক সময়ের সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বেছে নেয়া টিটিসি কমপ্লেক্স এখন আর ছেড়ে দিচ্ছে না। অথচ এজন্য খোদ শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় থেকে একাধিক চিঠি দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট অফিস ও বিভাগগুলোকে।

এদিকে, টিটিসি'র মধ্যে বর্তমানে যে ৪৮টি বাসভবন রয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য, তার সবই সাবলেট দিয়ে সরকারের লাখ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল ফাঁকি দেয়ার বিনিময়ে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ভাল ব্যবসা করে যাচ্ছেন। ঐ বাসভবনগুলো সাবলেট দিয়ে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ আয় করছেন। অথচ এজন্য বিদ্যুৎ বিলের সিংহভাগই দিতে হচ্ছে সরকারকে। বর্তমানে প্রতিমাসে ঐ কমপ্লেক্সটির জন্য সরকার বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছে প্রায় ৯০ হাজার টাকা। অথচ ৪৮টি বাসা থেকে বিদ্যুৎ বিল বাবদ আদায় হচ্ছে মাত্র সাড়ে ৭ হাজার টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্তরা যাকে ঐসব বাসাগুলো সাবলেট দিচ্ছেন, তাদের বিদ্যুৎ সুবিধাসহই ভাড়া দিচ্ছেন এবং দেড় হাজার টাকায় দু'কক্ষের একটি বাসা সাবলেট দেয়া হচ্ছে এবং এরমধ্যে সাবলেটধারী হিটারও ব্যবহার করছে। অথচ বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারী সরকারকে বিদ্যুৎ বিল বাবদ মাসে দিচ্ছেন মাত্র ১৫৫ টাকা। কিন্তু তিনি নিজে ও তার সাবলেটধারী উভয়ই হিটার জ্বালাচ্ছেন। এতে করে পিডিবিকে কিন্দ্রীয় মিটার টিটিসি কর্তৃপক্ষ সঠিক বিল দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু বাসাগুলোর বরাদ্দপ্রাপ্তরা মাত্র ১৫৫ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়ে তার ওপরই ব্যবসা করছে। গত কয়েক বছর ধরে এ অব্যবস্থা চললেও এর কোন প্রতিকার নেই। এ-ব্যাপারে টিটিসি'র প্রিন্সিপাল জানান, আমরা পুনরায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছি।

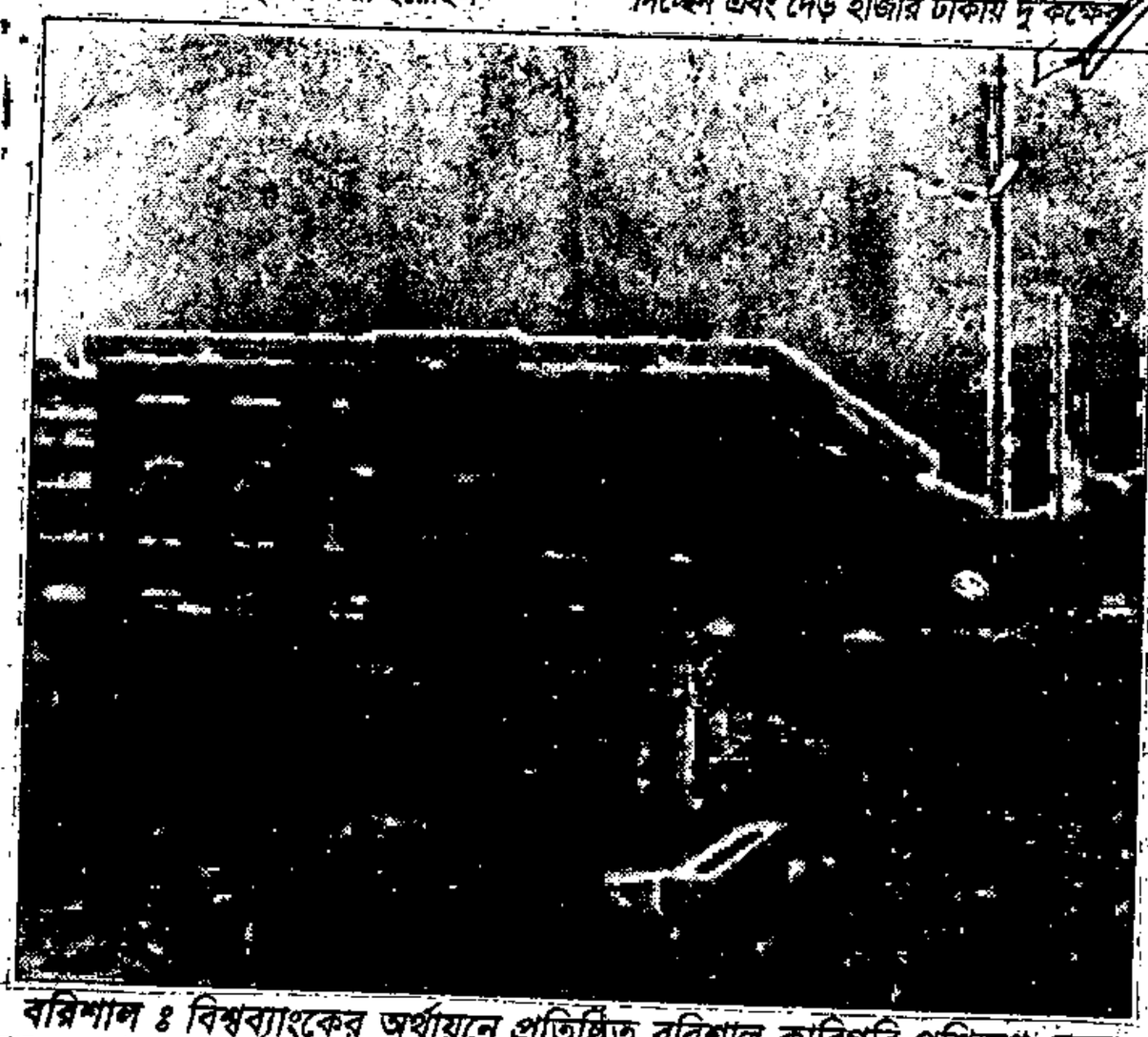

বরিশাল ঃ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র